

১০৯
২০

৩২ বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের ১৬টি 'প্রবলেম মেডিক্যাল কলেজ' হিসাবে দেখছে সরকার

কবির আহমেদ খান ৪ সরকার অনুমোদিত দেশের ৩২ বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের ১৬টিকেই 'প্রবলেম মেডিক্যাল কলেজ' হিসাবে দেখছে সরকার। এদের যাত্রা শুরু হয়েছে অর্ধের দাপট থেকে, চলছে শিক্ষার পরিবর্তে বাণিজ্যিক মনোবৃত্তিতে। ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শুরু হওয়া প্রবলেম মেডিক্যাল কলেজ চিহ্নিত করণে ৫টি মেডিক্যাল কলেজের করণ দশার চিত্র ফুটে উঠেছে। এর বাইরে আরও ১১ মেডিক্যাল কলেজে দৈন্যদশা বিরাজ করছে। এসব মেডিক্যাল কলেজ সরকারী নীতিমালার ধার ধারে না। সকল শর্ত পূরণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে অন্তত ১০টি'র মতো মেডিক্যাল কলেজ। বাকিগুলোরও বিভিন্ন ধরনের সমস্যা রয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, নীতিমালার শর্ত পূরণ করেনি এমন বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলো বন্ধ করে দেয়া হবে। শীঘ্রই বন্ধ করে দেয়া হতে পারে চট্টগ্রামের সাউদার্ন মেডিক্যাল কলেজ ও আশুলিয়ার নাইটহেল মেডিক্যাল কলেজ। এছাড়া সিলেট, রাজশাহী, চট্টগ্রামে অভিযান চালাবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শক দল। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গঠিত পরিদর্শক দলের চেয়ারম্যান স্বাস্থ্য

অধিদফতরের পরিচালক (মেডিক্যাল এডুকেশন) অধ্যাপক ডা. শেফায়েত উল্লাহ বলেছেন, বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলোকে 'বেসরকারী পর্যায়ে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা' অনুযায়ী চলাতে হবে।

করণ দশা পাঁচটির, সব শর্ত পূরণ করে চলছে দশটি

অন্যথায় তাদের ব্যবসা পরিবর্তন করতে হবে। যারা ভালভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে তারাই টিকে থাকবে। বাকিদের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হবে। সম্প্রতি চিহ্নিত পাঁচ মেডিক্যাল কলেজকে তাদের ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে তাদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে ওই সব প্রতিষ্ঠানে চলমান শিক্ষা কার্যক্রম চলবে। বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদন দান প্রসঙ্গে সর্বশ্রী এক উর্ধতন কর্মকর্তার যুগ থেকেই অনিয়মে (১১-পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

৩২ বেসরকারী মেডিক্যাল

(১২-এর পাতার পর)

বর্ণনা শোনা যায়। তিনি বলেন, বিগত সরকারের সময় চট্টগ্রামের এক পাহাড়ে একটি বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য আবেদন করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য অধিদফতরের সরেজমিন পরিদর্শন টিম ঘুরে এসে যে রিপোর্ট প্রদান করে তাতে কোনভাবেই এ রকম স্থানে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রশ্নই উঠে না। সরেজমিন টিম মৌখিকভাবেও আপত্তি জানিয়েছিল স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে। কিন্তু তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কোন কথাতেই কান দেননি। চট্টগ্রামের সেই পাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজের অবস্থা সম্পর্কে ঐ কর্মকর্তা আরও জানান, সম্প্রতি ঘুরে এসে যে চিত্র দেখা গেল তা রীতিমতো বিষয়কর। এভাবে কোন মেডিক্যাল কলেজ চলতে পারে না। রোগী-ডাক্তার কিছুই নেই, ছাত্র মাত্র তিনজন। নামকাওয়াজে একজন অধ্যক্ষ রয়েছেন। স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েও কোন লাভ হয়নি। এভাবেই চলছে চট্টগ্রামের আলোচিত সাউদার্ন মেডিক্যাল কলেজ। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শক দল গত রবিবার আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে ছয়টি মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে পাঁচটিতেই নানা অনিয়ম লক্ষ্য করেন। এর মধ্যে টঙ্গী বোর্ড বাজারস্থ তাহেরুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষার পরিবেশ বলতে কিছুই নেই। কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ নেই, ১শ' শয্যার হাসপাতালে রোগী আছে ৭/৮জন। আউটডোর প্রতিদিন রোগী আসে মাত্র ১০-১২জন। মাত্র ৩ চিকিৎসককে পাওয়া যায় কলেজে। গাজীপুরের ইন্টারন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজেও ২০/২২ জন রোগী পাওয়া যায়। আশুলিয়ার নাইটহেল মেডিক্যাল কলেজের অবস্থা সবচেয়ে নাজুক। এখানে রোগী নেই, ডাক্তার মাত্র ৪জন। হোস্টেল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে রোগীদের বেডগুলো।